দামুড়হুদায় গাঁজাসহ গ্রেপ্তার, ১৫ দিনের কারাদণ্ড; পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামি আটক

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ৩ গ্রাম গাঁজাসহ মকবুল হোসেন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

পুলিশ জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০টার দিকে এসআই (নিঃ) মিজানূর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ব্রিজের পূর্ব পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে মকবুল হোসেনকে আটক করা হয়। তিনি দামুড়হুদা দশমীপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে। উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাঁর দেহ তল্লাশি করা হলে পরিহিত লুঙ্গির ডান কোঁচড় থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা গাঁজার ওজন ৩ গ্রাম, যার আনুমানিক মূল্য ২০০ টাকা। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আলামত জব্দ তালিকার মাধ্যমে গাঁজাটি জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে মকবুল হোসেনকে থানায় নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত)-এর আদালতে উপস্থাপন করা হলে আদালত তাঁকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অপরদিকে, একই দিনে থানা এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সিআর-৩১৯/২৬ মামলার আসামি জিহাদ আলী তরুণ

(২৮), সাং- দলকা লক্ষ্মীপুর (গয়েশপুর); পারিবারিক জারী ৩৫/২১ মামলার আসামি আব্দুল আজিজ (৩৮), সাং- উত্তর চাঁদপুর; দামুড়হুদা থানার মামলা নং-১৮/১৮, জিআর-৩৬৪/১৮-এর আসামি রমজান (২০), সাং- হুদাপাড়া মাঝপাড়া; এবং দামুড়হুদা থানার মামলা নং-০৭/২২, জিআর-১৩৫/২২-এর আসামি রাজন (২০), সাং- বিষ্ণুপুর মাস্টারপাড়া।

গ্রেপ্তারকৃত সব আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার এবং চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী ও ডাকাতসহ অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তারে থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দামুড়হুদায় পরোয়ানাভুক্ত ৫ আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় বিভিন্ন মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পাঁচ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের নেতৃত্বে থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত আক্কাস মণ্ডলের ছেলে আকামত মণ্ডল (৬৫), জগন্নাথপুর গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে জামাত আলী (৩৮), পীরপুরকুল্লা খালপাড়ার ওয়াজেদ মণ্ডলের ছেলে কুদ্দুস আলী (২৮), বাঘাডাঙ্গা নতুনপাড়ার মৃত ইমান আলীর ছেলে বারেক (৪৮) এবং লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়ার শাহাবুল হোসেনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৩৪)।

তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ছিল। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, পরোয়ানা তামিলের অংশ হিসেবে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং আদালতের পরোয়ানা বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হবে।

দামুড়হুদায় দস্যুতা, চুরি ও পরোয়ানাভুক্ত মামলায় ৪ আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পুলিশের পৃথক অভিযানে দস্যুতা ও চুরি মামলাসহ সিআর ও জিআর পরোয়ানাভুক্ত চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের মৃত কেলো কাদেরের ছেলে সুন্নাত আলী সোনা (৩৬), হুদাপাড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মো. নায়েব আলী (২২), বিষ্ণুপুর গ্রামের মো. রেজাউল করিমের স্ত্রী মোছা. চাঁন তারা এবং জয়রামপুর (বড়ৌপাড়া) গ্রামের মৃত মন্টু মিয়ার ছেলে মো. মাহাফুজ (১৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দস্যুতা মামলায় তদন্তে প্রাপ্ত আসামি সুন্নাত আলী সোনাকে মঙ্গলবার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেন থানায় কর্মরত এসআই মো. সিয়াবুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা নম্বর-০৭, তারিখ ১৮ মে ২০২৫, দণ্ডবিধির ৩৯৮ ধারায় মামলা রয়েছে।

অপরদিকে, এসআই মো. সবুজ উদ্দিনসহ কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল চুরি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. নায়েব আলীকে মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ভেতর থেকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা নম্বর-০১, তারিখ ৩ আগস্ট ২০২৬, দণ্ডবিধির ৩৮০/৩৪ ধারায় মামলা রয়েছে।

এ ছাড়া এসআই প্রদীপ বিশ্বাসসহ বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল সিআর-২০৯/২৬ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি মোছা. চাঁন তারাকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, এএসআই আবুল বাশার মিন্টুসহ দামুড়হুদা মডেল থানার একটি দল জিআর-৯৯/২৫ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. মাহাফুজকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার চার আসামির বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন জিআর মামলার এবং তিনজন সিআর মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি। গতকাল রোববার তাঁদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার এএসআই

আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পারীঃ জারি-২৭/২৪-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি দামুড়হুদা ফকিরপাড়া (দিঘিরপাড়) এলাকার শাহাদত আলীর ছেলে জিয়াউল ইসলামকে (৩২) ৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

অপরদিকে, এসআই মানজেরুল হাসানের নেতৃত্বে ভগিরথপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল সিআর-২০৯/২৬-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি নতিপোতা দক্ষিণপাড়ার ইব্রাহিম মণ্ডলের ছেলে ফজিলা খাতুনকে একই তারিখে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

এছাড়া, এএসআই আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল সিআর-৬২৪/২৬-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি নতিপোতা দক্ষিণপাড়ার ইব্রাহিম মণ্ডলের স্ত্রী ফজিলা খাতুনকে গতকাল রোববার তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, এএসআই ইব্রাহিম হোসেনের নেতৃত্বে দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল জিআর-২৬৫/১৭-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি দলকা লক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত মন্টু মিয়ার ছেলে সেলিম হোসেনকে (৩৬) ৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতের পরোয়ানা জারি ছিল। পরোয়ানামূলে অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের সংশ্লিষ্ট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শুক্রবার (৭ ফ্রেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শনিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে থেকে আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভুক্ত জিআর, ও সিআর মামলায় ৪ জন ও মাদক মামলায় মেহেরপুর থানা পুলিশের অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানমের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে এ বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা মোঃ সহিদুল ইসলাম মেহেরপুর থানার জিআর নং- ২৯২/২১ (সাজাপ্রাপ্ত) মামলার আসামি, মোঃ মোকাদ্দেস ইসলাম মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং-২০ (তারিখ-১৬/০২/২০১৯) এর আসামি, মোঃ রাজু আহাম্মদ সিআর সাজা নং-২৭/২০১৯ (মেহেরপুর) মামলার আসামি, মোছাঃ রশিয়া খাতুন ঝিনাইদহ সিআর নং-৯৭৫/২০২৩ মামলার আসামি, মোঃ সেন্টু মিয়া মেহেরপুর সদর থানার এফআইআর নং-৩৭ (তারিখ-২৪/১১/২০২৪) এর আসামি, যাকে ১৫(৩)/২৫ডি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে আসামিদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়ছে।

মেহেরপুর সদর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এলাকায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার-২

এক কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মো: লিখন মিয়া (২৫) নামের এক যুবক ও অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক

(৩০) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গাঁজাসহ আটক লিখন মিয়া গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের মৃক সাঈদ হোসেনের ছেলে। এছাড়া আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাক একই উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত থানা পুলিশের পৃথক দুটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল জানান, উপজেলার নওপাড়া নবীনপুর গ্রামের নওপাড়া- তেঁতুলবাড়িয়া রাস্তার পাশে একটি নির্মানাধীন পাকা বাড়ির সামনে থেকে লিখন মিয়াকে আটক করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা ও একটি পাখি ভ্যান জব্দ করা হয়।
গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৩৬
(১) সারণির ১৯ (ক)/৩৮ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ৫।

অপরদিকে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতের সিআর মামলা ৭৫২/২৪ এর পলাতক আসামি আব্দুর রাজ্জাককে তাররবাড়িতে অভযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।